নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মশালা ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ও
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মশালা ২০২২

তারিখ: ২৬ জুন ২০২২

স্থান: আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষ (৪র্থ তলা)

ধারণাপত্র উপস্থাপক

প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

মহাপরিচালক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ঢাকা

২৬ জুন, রবিবার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মশালা ২০২২

সম্পাদক

প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মাহবুবা আক্তার

যুগ্ম-সম্পাদক

নিগার সুলতানা

সহ-সম্পাদক

ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মশালা ২০২২

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২৬ জুন ২০২২ তারিখে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত **"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য"** শীর্ষক কর্মশালাটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। কর্মশালায় **"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ"** শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)। এই কর্মশালায় ধারণাপত্রের উপরে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। কিন্তু তাঁর বড়ো পরিচয় তিনি "বিদ্রোহী কবি"। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বিভিন্ন শোভাযাত্রা ও সভায় গান গাইতেন। তখনকার সময়ে তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গানগুলির মধ্যে রয়েছে "এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙ্গিনায়", আজি রক্ত-নিশি ভোরে/একী এ শুনি ওরে/মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে", "ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ফিরে চাও ওগো পুরবাসী" প্রভৃতি। নজরুল রচিত এই সময়ের কবিতা, গান ও প্রবন্ধের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে "বিদ্রোহী" নামক কবিতাটি। এটি সারা ভারতের সাহিত্য সমাজে খ্যাতি লাভ করে। এই কবিতায় নজরুল নিজেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে-

আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ জ্বালা, চির লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়
... ...
মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ, ভূমে রণিবে না-
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ ছিলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়সহ মানব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনাচার, অবিচার, বৈষম্য ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে।

"বিদ্রোহী" কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তিনি যে বিদ্রোহের সূচনা করেন, ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বাকরুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর সেই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাঁর বিদ্রোহের প্রকাশ কেবল সাহিত্যের বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি সাহিত্যের আঙ্গিক বা শৈলী নির্মাণেও বিদ্রোহী ছিলেন। সাহিত্যে ভাষা নির্মাণ ও শব্দ প্রয়োগে তাঁর এই বিদ্রোহের স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়েজিত "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালাটিতে "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ" শিরোনামের ধারণাপত্রে শব্দ ও ভাষা ব্যবহারে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নজরুল সাহিত্যের যে বিশিষ্টতা, সে সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিয়ে আয়োজিত "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য"-শীর্ষক কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। কর্মশালার উদ্বোধন শেষে নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বক্তব্যের সূচনা করেন কাজী নজরুল ইসলামের কবিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সবাইকে অপরাহ্নের শুভেচ্ছা জানিয়ে। কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে বাঙালির আগ্রহের শেষ নেই। তাই সবার আলোচনার মধ্য দিয়ে কবি নজরুল সম্পর্কে জানার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে সেটার জন্য তিনি কর্মশালার আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, 'নজরুলের ভক্ত আমরা সবাই। নজরুলের যে সাহিত্য সম্ভার সেখানে বিশেষভাবে ভাষার যে বৈচিত্র্য, শব্দের যে ব্যবহার, এমনকি নতুন শব্দ তৈরি করে এবং বিদেশি ভাষার অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করে আমাদের ভাষাকে তিনি এতো সমৃদ্ধ করেছেন যে, নজরুলের রচনার এই দিকগুলো নিয়ে গবেষণার কোনো শেষ নেই, হওয়া দরকার অনেক অনেক গবেষণা, যত বেশি এগুলো নিয়ে গবেষণা হবে, তত বেশি আমরা ঋদ্ধ হবো।' এই কর্মশালায় কথা বলতে পেরে, অনুষ্ঠানের অংশ হতে পেরে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং মূল অনুষ্ঠানের একটি সারসংক্ষেপ পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালিকে যে "জয় বাংলা" উপহার দিয়েছিলেন সেটা স্মরণ করে তিনি তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

স্বাগত বক্তব্য

"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার। তিনি সেমিনারে উপস্থিত ধারণাপত্র উপস্থাপক, আলোচক, সভাপতি, কর্মশালায় উপস্থিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও কবি নজরুল ইনস্টিটিউট - উভয় প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের 'জাতীয় কবি' এবং 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে তিনি আমাদের সকলের কাছে পরিচিত। তিনি বাংলা সাহিত্যাকাশের ধ্রুবতারা। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক, সংগীজ্ঞ, সুরস্রষ্টা, চিত্রপরিচালক, চিত্রনির্মাতা, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ, সৈনিক, দার্শনিকসহ নানা ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি নজরুল তাঁর প্রতিটি লেখাতেই শব্দ ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। বিভিন্ন সাহিত্য কর্মে তিনি আরবি, ফারসি,

সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু - সব ভাষার শব্দের মিলন ঘটিয়ে জন্ম দিয়েছেন এক নতুন ভাষার। তাঁর এই অনন্য সৃজনশৈলি বাংলা ভাষায় সৃষ্টি করেছে এক নতুন মাত্রা। এদেশের জাতীয় কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম সকলের কাছে পরিচিত। তাঁর "বিদ্রোহী" কবিতায় তিনি উচ্চারণ করেছেন-

বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি
নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রীর।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ মহোদয়ের উপস্থাপিত গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক ধারণাপত্রের মাধ্যমে কবি নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার নানামুখী অসাধারণত্ব সম্পর্কে আরো বিস্তারিতভাবে জানা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ধারণাপত্র উপস্থাপক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়েজিত কর্মশালায় 'জাতীয় কবি' এবং 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, গান, ছোটো-গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধসহ সাহিত্যসমগ্রে বিভিন্ন ভাষার শব্দ ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে শব্দের শক্তিমত্তার প্রকাশ সম্পর্কে "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ" শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপিত হয়। ধারণাপত্রটি উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মাননীয় মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ। তিনি ধারণাপত্রের উপস্থাপনা শুরুর পূর্বে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা নিয়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এই সম্পর্কে এটি তাঁর প্রথম গবেষণা নয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী সময়কে কাজে লাগিয়ে ১৯৯৬ সালে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের এক বছর মেয়াদী একটি বৃত্তির আওতায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। সেই গবেষণাকর্মটি বই আকারে কবি নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৯৭ সালে নজরুল-শব্দপঞ্জি নামে প্রকাশিত হয়।

ধারণাপত্র উপস্থাপক ধারণাপত্রের মূল আলোচনা শুরু করেন বাংলাদেশের সৃষ্টিকথা দিয়ে। তিনি বলেন, "রূপকার্থে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে একটি ঘর ধরা হলে সেই ঘরের প্রধান খুঁটিটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) এবং আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম।" বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং বিকাশে এই প্রধান তিন স্তম্ভ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (রাজনৈতিক) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম (সাহিত্যিক বা চেতনাগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক) এর চিন্তার প্রতিফলন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয়।" তিনি এই রূপকার্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়ে বলেন যে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশ নামক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রটি পেয়েছি। রূপক এবং বাস্তবিক উভয় অর্থেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মেরুদণ্ড যেমন রাষ্ট্রকে সোজা হয়ে মাথা উঁচু করতে শেখায়, তেমনি রাষ্ট্রের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা উপাদানের প্রয়োজন হয়, যেগুলো রাষ্ট্রিক ধারণাকে লালন এবং পোষণ করে। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন রাষ্ট্রের শিক্ষিত সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ও সাহিত্যিক শ্রেণি। আজকে বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্রটি দাঁড়িয়েছে, সেই বাংলাদেশ ধারণাটি যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁরা সাহিত্যিক। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭১ সালের আরো অনেক পেছনে ফিরে তাকান। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' নামটি রাষ্ট্রিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হলেও বাংলা সাহিত্যে এটি পাওয়া

যায় আরো প্রায় একশ বছর আগে থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বাংলা সাহিত্যের সকল সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় 'বাংলাদেশ' নামটি ব্যবহার করেছেন। তাঁদের নির্দেশিত বাংলাদেশ বলতে ব্রিটিশ শাসিত বাংলাভাষী সমস্ত অঞ্চলকেই বোঝানো হয়েছে। সেই হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ শব্দটিকে নিয়েছিলেন। এছাড়া, "জয় বাংলা" যেটি ১৯৭১ সালে বাঙালির অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলো এবং বর্তমান সরকার জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু সেটিকেও কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য থেকে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে কাঠামো দিয়েছেন এবং এই রাষ্ট্রের রূপ-রস-গন্ধ যাঁদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, সেক্ষেত্রে প্রথমেই যে দুজনের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক কবি ছিলেন। বলা হয়ে থাকে তিনি ১৯৪১ সালে যখন বাকরুদ্ধ হয়ে যান, তখন যদি তিনি বাকরুদ্ধ না হতেন ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষের যে বিভাজন হয়েছে, সে রকমটা নাও হতে পারতো। এই যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের ধারণা সেটি বাংলা সাহিত্যের প্রধান সাহিত্যিকগণ, বিশেষত কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছি। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তাই তাঁর চিন্তার প্রতিফলন আমাদের এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে থাকা উচিত। বাংলাদেশ সরকার সে বিষয়ে চেষ্টা করছেন এবং সেটা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদেরও ভূমিকা রয়েছে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে মানস গঠন, যে চিন্তা-ভাবনা ও বক্তব্য তাঁর রচিত সাহিত্যের ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ ঘটেছে। ধারণাপত্রের প্রথমেই তিনি নজরুলের ভাষা বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি রূপরেখা দিয়েছেন। যেমন-

১. ভূমিকা;

২. নজরুলের কাব্য-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য;

৩. নজরুলের কাব্যভাষা; এবং

৪. নজরুলের কবিতায় শব্দনির্মাণ কৌশল।

নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের অনন্য সৃজনক্ষমতা সম্পন্ন কবি। কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রসাহিত্য বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এই সময় বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য তথা সাহিত্যের বিষয়, ভাষা, বলার ধরন বা স্টাইল ইত্যাদি অনুকরণের প্রবণতায় তীব্রতা আসে। এই ধারার প্রধান কবিদের মধ্যে রয়েছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) প্রমুখ। তখন রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ ও অনুসরণ করাই কাব্য প্রতিভার চরম লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু অনুকরণ বা অনুসরণে সৃজনশীলতা ফুটে ওঠে না বা এর স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকে না। সৃজনশীলতা নতুন কিছু খুঁজে বের করতে চায়। সৃজনশীলতার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ধারা এবং সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে নতুন চিন্তার ধারা, নতুন সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা।

২. নজরুলের কাব্য-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রচলিত ধারা ভাঙার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়, যা সাহিত্য জগতে 'রবীন্দ্র-বিরোধিতা' নামে প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে অতিক্রম করে নতুন চিন্তাকে নতুন ভাষায় সাহিত্যে নিয়ে আসার 'রবীন্দ্র-বিরোধিতা'র এই যাত্রায় প্রধান দুজন হলেন মোহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইসলাম। এরপরে বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) এবং বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) এই পঞ্চপাণ্ডবের আগমন ঘটে, যাঁরা বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও ভাষার ক্ষেত্রে ভেতর থেকে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পাঁচজনের হাতে বাংলা কবিতার ভাষার যে পরিবর্তন ঘটে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর সূচনা করেন। তিনি রবীন্দ্র-ভাবধারার বাইরে গিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেমের যে স্বরূপ তা ছিলো একান্তই অতীন্দ্রিয়। মোহিতলাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সেই ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের জগতকে অস্বীকার করে ইন্দ্রিয়জ বা দেহজ প্রেমকে সাহিত্যে স্থান দেন। এর ফলে কবিতার ভাষায় নায়িকার শরীরী বর্ণনা স্থান পায়। মোহিতলাল মজুমদারকে অনুসরণ করে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় এই দেহজ প্রেমকে স্থান দিয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের অপর পরিচয় তিনি 'বিদ্রোহী কবি'। বলা যায় বাংলা সাহিত্যে এটাই তাঁর প্রধান পরিচয়। বাংলা সাহিত্যে কবিতার এবং কবিদের যে জনপ্রিয়তা সেই মাপকাঠিতে বিবেচনা করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তা সমান পর্যায়ের। এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের মূল্যায়ন হওয়া উচিত। ধারণাপত্র উপস্থাপক তাঁর উপস্থাপনায় এই প্রধান বিষয়গুলোকে সামনে রেখে শব্দানুষঙ্গকে প্রধান করে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করেছেন। নজরুলের কাব্য-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য দেখাতে উপস্থাপক যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন সেগুলো হলো-

- নজরুল বাংলা সাহিত্যের অনন্য সৃজনপ্রতিভাসম্পন্ন কবি;
- কবিতার বিষয় ও বক্তব্য প্রকাশে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার বাইরে গিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন;
- বাংলাকাব্যে তিনি মোহিতলাল মজুমদারের মত দেহজ প্রেমের আকাঙ্ক্ষানির্ভর কবিতা রচনা করেন;
- তিনি বাংলাকাব্যে বিদ্রোহী ভাবধারার অন্যতম রূপকার;
- তিনি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক কবি;
- তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম কবিদের অন্যতম; এবং
- তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

৩. নজরুলের কাব্যভাষা

কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যভাষাতেও তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে কিনা উপস্থাপক তাঁর উপস্থাপনায় সেগুলোর বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। নজরুলের কাব্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য উদ্দামতা। তাঁর "চল চল চল" কবিতার মধ্যে এই উদ্দামতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। "বিদ্রোহী" কবিতার মধ্যে উদ্দামতার চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতায় এভাবেই

তিনি নির্মাণ করেছেন এক নতুন কাব্যভাষা যা তাঁর নিজস্বতা সূচিত করে। তাঁর কাব্যভাষার এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপক কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের আয়নায় প্রত্যক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নজরুলের কাব্য-ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন-

- নজরুল তার কাব্যভাষায় বক্তব্য প্রকাশের মতই উচ্চকিত, উদ্দাম এবং উদ্দীপনামুখর;
- তাঁর কবিতার ভাষায় রূপায়িত হয়েছে অসম্প্রাদয়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা;

ক) নজরুল বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম অসাম্প্রদায়িক কবি;

খ) তিনি হিন্দু –মুসলমানের মিলনাকাংক্ষায় সর্বদা ব্যাপৃত ছিলেন;

গ) তাঁর এই সেকুলার মনোভাব তাঁর কবিতার বক্তব্যের সাথে সাথে শব্দের কুশল প্রয়োগেও ফুটে উঠেছে

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!" (কাণ্ডারী হুশিয়ার)

ঘ) বাংলার এই ধর্মশাসিত, নতজানু ও সৃজনবিমুখ সমাজে এ যেন তাঁর এক পরম স্পর্ধা ও সাহস যখন তিনি কবিতায় এ জাতীয় শব্দজোড় নির্মাণ করেন-
অবতার-পয়গম্বর, কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিস্ট, বিষ্ণু-হোসেন, হনুমানুল্লাহ ইত্যাদি;

- তাঁর কাব্যভাষার মধ্যে তিনি প্রেমের এক শারীরিক উদ্দামতাকে নির্মাণ করে গেছেন;

ক) নজরলের কবিসত্তার বড়ো পরিচয় হচ্ছে তাঁর প্রেমময়তা;

খ) নজরলের এ প্রেম রবীন্দ্রনাথের মতো দেহাতীত বা অতীন্দ্রিয় নয়, বরং তা যেন আবেগময় এক শরীরী মোহময়তা। যেমন-
"আর কভু আসিবে না
উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও পদ কোকনদ। (পূজারিণী)
"পিয়াসী মন তোমার ঠোঁটের একটি গোপন চুমারি। (প্রণয় নিবেদন)

গ) নজরুলের আরও অনেক কবিতায় এ ধরনের দেহজ কামনার পরিচয় সহজেই মিলে। যেমন-অধর-আঙ্গুর, কাম-কণ্টক, প্রেম-রাঙা, মাতাল-চুম, শরম-শাড়ী, সুখ-আবেশ ইত্যাদি;

- তাঁর কবিতার ভাষার মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে দ্রোহ ও শৃঙ্খলমুক্তির শ্লোগান

ক) নজরুল বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত;

খ) ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের অসাম্য, মিথ্যাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং কবিতায় নির্মাণ করেছেন তারই স্পষ্টভাষ্য
"আমি টর্পেডো, আমি ভীম,
ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!" (বিদ্রোহী)

গ) তিনি বিভিন্ন কবিতায় দ্রোহের ভাব-প্রকাশের জন্য চয়ন করেছেন বীরত্বব্যঞ্জক ও তেজোদীপ্ত শব্দ। যেমন- কশাই-কঠিন, খুন-রঙীন, তুফান-তাজী, দুর্বিনীত, ধূর্জটি, বজ্রশিখা ইত্যাদি।

৪. নজরুলের কবিতায় শব্দনির্মাণ কৌশল

নজরুলের কাব্যভাষার অন্যতম শক্তি হচ্ছে তার শব্দপ্রয়োগ ও শব্দ সৃজনের নিজস্ব কৃৎকৌশল। এই ধরনের শব্দপ্রয়োগে তিনি যেমন শব্দের আভিজাত্যবোধের দ্বারা তাড়িত ছিলেন না, তেমনি তিনি তা সৃজনেও অনন্যসাধারণ। তাঁর রচিত বিভিন্ন কবিতায় এই ধরনের শব্দের উদাহরণ নানা বৈশিষ্ট্যে লক্ষণীয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

৪.১ নতুন শব্দ সৃজন;

৪.২ নতুন শব্দপ্রয়োগ; এবং

৪.৩ নজরুলের শৈলী ও শব্দ।

৪.১ নজরুলের শব্দসৃজনের কৌশল

নজরুল তাঁর কবিতায় কবিসুলভ দক্ষতাগুণে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য নতুন শব্দ যেগুলো তুলনারহিত এবং অন্যন্য বৈশিষ্ট্যগুণে ভরপুর। কবিতায় তিনি যেসব নতুন শব্দ তৈরি করেছেন সেগুলোকে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে থেকে ব্যাখ্যা করার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত প্রথম বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- সাদৃশ্য (analogy);
- যৌগিক শব্দের ব্যবহার; এবং
- শব্দসৃজনে হাইফেনের ব্যবহার

ক) সাদৃশ্য

সাদৃশ্য হচ্ছে শব্দ তৈরির এক কৌশল যা কবি বা সৃজনশীল মানুষেরা প্রয়োগ করে থাকে। যখন নতুন সৃষ্ট কোন শব্দকে কোন আপাত ব্যাকরণিক সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন সাদৃশ্যের ধারণা আসে। অর্থাৎ নতুন সৃষ্ট শব্দটি অন্য কোনো শব্দের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে বলে মনে করা হয়। নজরুল এই সাদৃশ্য সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে কবিতায় অসংখ্য শব্দ তৈরি করেছেন যেগুলো মূলত অনন্য এবং অভিনতুন। যেমন-

আন্দাজিক্যালি (whimsically-র সাদৃশ্যজাত), এজিদী (দরদী-র সাদৃশ্যজাত), খেরেস্তান (খ্রিস্টান), চুমারি (কুমারি), বন্ধুজ (আত্মজ), ওমান কাতলি (রোমান ক্যাথলিক), গন্ধতুত (মাসতুত) ইত্যাদি।

খ) যৌগিক শব্দের ব্যবহার

শুধু কবিতায় নয়, বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে নজরুলের সবচেয়ে বড়ো অবদান হচ্ছে যৌগিক শব্দের প্রয়োগ। এক্ষেত্রে তিনি মূলত তিন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেছেন। এগুলো হলো-

১. দুই বা ততোধিক সমধর্মী শব্দকে হাইফেন যুক্ত করে অশ্রু-নির্ঝর, চরণ-নূপুর, লায়লী-শিরী ইত্যাদি

২. দুই বা ততোধিক বিপরীতধর্মী শব্দকে হাইফেন যুক্ত করে বন্ধ-বিমোচন, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি

৩. দুই বা ততোধিক ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসূচক শব্দকে হাইফেন যুক্ত করে মন-আখা, হৃদয়-শ্যামাদান ইত্যাদি

এছাড়া তিনি প্রথাগতভাবে উপসর্গ বা সমাসযোগে অনেক নতুন শব্দ সৃজন করেছেন।

গ) শব্দসৃজনে হাইফেনের ব্যবহার

নজরুল তাঁর বিভিন্ন কবিতায় নতুন শব্দ তৈরি করতে গিয়ে যৌগিক শব্দের মাঝখানে সবসময় হাইফেন ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই প্রবণতাকে অনেক সমালোচক নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, এখানে একটি মত (আহমদ শরীফ) তুলে ধরা যেতে পারে।

> "কবির এই দ্বিশাব্দিক, ত্রিশাব্দিক ও বহুশাব্দিক বাকখণ্ড তৈরির বন্ধনসূত্র হয়েছে 'হাইফেন'। নজরুলের এই 'হাইফেন' মজ্জাগত। এ ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক।"

কিন্তু আমাদের ভাষ্য হচ্ছে, নতুন শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে এ ধরনের হাইফেনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি শব্দের পরিচয়গত স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'তিমির-বিদারী-স্নিগ্ধা' যৌগিক শব্দে হাইফেন ব্যবহারের মাধ্যমে নজরুল প্রতিটি শব্দের আলাদা অস্তিত্বকে 'তিমির, 'বিদারী' 'স্নিগ্ধা' রক্ষা করেছেন। কিন্তু শব্দটিতে যদি হাইফেন না দিয়ে 'তিমিরবিদারীস্নিগ্ধা' লেখা হতো তাহলে পাঠকে তা বুঝতে যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। তবে কিছু কিছু শব্দে অনাবশ্যক হাইফেন ব্যবহার করেছেন বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে। যেমন 'নান্দী-পাঠ', 'প্রেম-বোধ', 'অ-জানা' ইত্যাদি। এই শব্দগুলো সাধারণত হাইফেন ছাড়াই বাঙালি ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৪.২ নতুন শব্দপ্রয়োগ

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যের ভাষা প্রয়োগে ছিলেন উদারপন্থী। তিনি বিষয়ের প্রয়োজনে এবং ভাবপ্রকাশের তাগিদে সব সময় যথাযথ শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। নজরুলের জীবনবোধের মধ্যে দুই পৃথক সত্তার উত্তরাধিকার রয়েছে - হিন্দু এবং মুসলিম। ফলে তিনি তাঁর জীবনবোধের এই দুই ধারা কবিতার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন যেমন- তাঁর গজল এবং ইসলামি সংগীতে আরবি-ফারসি শব্দের অজস্র ব্যবহার রয়েছে।

কবিতার বিষয়ের কারণে যেমন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে ছিলেন সতর্ক, তেমনি নিজে মুসলিম হওয়ার কারণে মুসলিম জীবনধারাকে সাহিত্যে রূপদান করতে গিয়ে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তবে তাঁর কবিতায় প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ যেমন রয়েছে, তেমনি অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দও প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-

১. আটপৌরে আরবি-ফারসি শব্দ
   অজুহাত, আখের, আজান, আজব, আদম, আওয়াজ, জাদু, পছন্দ, মগজ, বালিশ, মোম ইত্যাদি।
২. অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দ
   আমামা, আসেব, এলহান, কায়েনাত, খিমা, আন্দেশা, কোকাফ, রীশ, বুলন্দ ইত্যাদি।
   তবে মুসলিম জীবনবোধকে প্রকৃত অর্থে রূপায়ণে নজরুল এসব অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৪.৩ নজরুলের শৈলি ও শব্দ

কবিরা তাঁদের কবিতার ভাষাকে অনন্য করে তোলার জন্য নানরকম শৈলিগত পরিচর্যা করে থাকেন। এই পরিচর্যা কৌশলের অন্যতম হচ্ছে শব্দের কোনো ধ্বনি বা রূপগত উপাদানকে বাদ দেওয়া বা যুক্ত

করা। শৈলিতত্ত্বে এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে 'বিপর্যাস' (deviation)। সাহিত্য তথা কাব্যের ভাষায় বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য এটি একটি পরিচিত শৈলিগত কৌশল। নজরুলের কবিতায় এ রকম বিপর্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'চুমারি' ('কুমারি' শব্দের বর্ণগত বিপর্যয়), 'চামেলা' ('ঝামেলা' শব্দের বিপর্যাস) ইত্যাদি।

আলোচকের বক্তব্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপিত "নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ" শিরোনামের ধারণাপত্রের আলোচক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ আজ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করলেন। কারণ কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের বিস্ময়, আমাদের মনন ও সমাজ-সংস্কৃতির কবি। তিনি বাঙালির কবি, বাংলা ভাষার কবি। তাঁকে নিয়ে গর্ব করার অনেক কারণ রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের দিগন্ত বেশ বিস্তৃত। এই আলোচনায় নজরুলকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব ছিলো না। তবে তাঁর কবিতায় ও গানে শব্দের বৈচিত্র্যের প্রাসঙ্গিক দিকগুলো ধারণাপত্রে উঠে এসেছে।" তিনি ধারণাপত্রের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু বিষয় তাঁর আলোচনায় যুক্ত করেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা: কাজী নজরুল ইসলামের লেখায় স্থান পেয়েছে মানবতা, পরমতসহিষ্ণুতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান প্রভৃতি। মানবপ্রেম, সাম্য এবং সৌহার্দ্য তাঁর লেখার আকর হয়েছে। তিনি জন্মেছিলেন রক্ষণশীল, ধর্মীয় বেষ্টনী ঘেরা, মোটামুটি শিক্ষিত এক মুসলিম পরিবারে। নজরুলের বয়স যখন মাত্র নয় বছর, তখন সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বাবা কাজী ফকির আহমদ মারা যান। এ সময় নজরুলকে মাজার শরীফের খাদেম, মসজিদের ইমামতি থেকে লেটোদলে কাজ সবই করতে হয়। ফলে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি-সংস্কৃত ভাষার সাথে তাঁর অন্বয় ঘটে। এটি তাঁকে উত্তরকালে সাহিত্যে বহু ভাষার শব্দ ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করে। তাই প্রথম কাব্যগ্রন্থ *অগ্নিবীণা*-তেই নজরুল সমন্বয়বাদী কবি হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি এ গ্রন্থে "মোহররম", "কোরবাণী", "খেয়াপারের তরণী", "শাত ইল আরব" ইত্যাদি মুসলিম প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের কবিতার সঙ্গে সংযোজন ঘটান হিন্দু দেবী ও উৎসব নিয়ে রচিত কবিতা "রক্তাম্বর-ধারিণী মা", "আগমনী", "প্রলয়োল্লাস", "বিদ্রোহী"র মতো কবিতার। এসব কবিতায় হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ অসাধারণ দক্ষতায় সংস্থাপিত হয়েছে।

কবিতায় শব্দ ব্যবহার: কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় বাংলার পাশাপাশি আরবি-ফারসি-হিন্দি-উর্দু-সংস্কৃত প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখিয়েছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন, 'নজরুল-মোল্লা মৌলবীদের মতো ভালো আরবি-ফারসি না জানলেও কাব্যের রস আস্বাদন করতে পেরেছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত অনেক শব্দই বাংলা ভাষায় যুৎসইভাবে ঠাঁই নিয়েছে। হিম্মত, জাহান্নাম, ইমান, জানাজা, আসমান, ইনসান, আহাদ, মুর্দা ইত্যাদি নজরুল ব্যবহৃত শব্দ এখন বহুল ব্যবহৃত হয়। বাংলার বাগবিধিকে রক্ষা করে নজরুল সুসামঞ্জস্যভাবে আরবি-ফারসি শব্দের বিন্যাস ঘটিয়েছেন।'

সমকালে কাজী নজরুল ইসলামের লেখায় আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখে বিচলিত কিংবা নজরুলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন অনেক সাহিত্যিক। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ। নজরুলের কবিতায় "খুন" শব্দটি "রক্ত" অর্থে ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যদিকে, প্রমথ চৌধুরী "জাতপাত" প্রবন্ধে লিখেছেন, বাংলা সাহিত্য থেকে আরবি-ফারসি শব্দ বহিষ্কৃত করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকই উৎসুক যারা বাংলা ভাষা জানে না। নজরুলের কবিতায় আছে, "মদলোভীর মৌলভী কন, পান করে এই শরাব যারা"। মৌলবীরূপধারী মৌলভী অর্থাৎ মদলোভী ব্যক্তি (মৌলভী শব্দের ধ্বনি সাদৃশ্যে)। নজরুল মৌলভী শব্দটিকে যুৎসই প্রয়োগ করেছেন।

গানে শব্দ ব্যবহার: নজরুল রাগপ্রধান গান, শ্যামা সংগীত, ইসলামী গান, গজল, লোকসংগীত, ঝুমুর, ঝাপান, ভাটিয়ালি, প্রেমগীতি, দেশাত্মবোধক গান, জাগরণী গান এবং বিভিন্ন দেশের গানের সুরে গান রচনা করেছেন। এ কারণে নজরুলের গানে নানা ধরনের লোকজ-তৎসম-গুরুগম্ভীর-হালকা এবং দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। তিনি গানে লোকজ শব্দের চমৎকার ব্যবহার করে সংগীতবোদ্ধাদের মুগ্ধ ও অবাক করে দিয়েছেন। তিনি বাউরি কেশ, বৈঁচি ফলের পৈঁচী, কলমীলতার বালা, কুচবরণ কন্যা, বউয়ে-ঝিয়ে, লাল নটের ক্ষেত, আঙিনা, গাঙ, নহর, গরিবের মোনাজাত, ক্ষ্যাপা, মাঝি ভাই, নাকছাবি, লবণভাত, ধুতুরাফুল, বাবলাফুল প্রভৃতি শব্দ গানে ব্যবহার করে লোকায়ত সমাজের পাশাপাশি ভদ্রসমাজে তা উপস্থাপন করেছেন এবং তা সাদরে গৃহীত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের উপপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির-এর "এজিদী" শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কিত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। এই প্রশ্নের জবাবে ধারণাপত্রের উপস্থাপক বলেন বাংলা সাহিত্যে এজিদ চরিত্রটি নির্মমতার প্রতিমূর্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই নির্মমতা প্রকাশের প্রতিশব্দ হিসেবে "এজিদী" শব্দটি নজরুল সৃষ্টি করেন। উপস্থাপক ধারণাপত্রে "দরদী" শব্দের বিপরীত শব্দ হিসেবে "এজিদী" শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এখানে "দরদী" শব্দের সাদৃশ্যে নজরুল "এজিদী" শব্দটি সৃষ্টি করেছেন বলে উপস্থাপক মনে করেন।

সভাপতির বক্তব্য

"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালাটিতে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (অতিরিক্ত সচিব) সভাপতিত্ব করেন। নজরুলের ভাষা নিয়ে কর্মশালার আয়োজন এবং **"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ শব্দানুষঙ্গ"** শীর্ষক ধারণাপত্র উপস্থাপনের জন্য তিনি সভাপতি হিসেবে প্রথমেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ মহোদয়ের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ধারণাপত্রটি ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়ায় নজরুলের ভাষা বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানার অনেক বাকি থেকে গেছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন নজরুলের ভাষা নিয়ে ব্যাপক পরিসরে এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ধারণাপত্রের আলোচক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামানকে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য সভাপতি মহোদয় ধন্যবাদ জানান। তিনি নিজেও যে নজরুলের ভক্ত এবং নজরুলের ভাষা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন একজন ব্যক্তি, তাঁর বক্তব্যে সেটি ফুটে ওঠে।

নজরুলের ভাষা নিয়ে তিনি বলেন, 'নজরুল তাঁর লেখনীতে এবং জীবনাচরণে বর্ণিল, বিচিত্র, ব্যতিক্রম একজন ব্যক্তিত্ব।' বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করলেও মুসলমান এবং হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। তাই তিনি নজরুল সাহিত্য থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করে নজরুলের ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা উভয় বিষয় তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

নজরুলের কবিতা থেকে ইসলাম ধর্মের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমরা আরাফাত ময়দানের কথা শুনেছি, যেখানে বাবা আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া (আঃ) এর মিলন ঘটেছিলো। যেমন:

দারিদ্র্য মোর নামাজ রোজা, আমার হজ যাকাত
এরই মাঝে মোর কাবাঘর, মোর মহামিলনের আরাফাত।"

এখানে 'নামাজ', 'রোজা', 'হজ', 'যাকাতে'র উল্লেখের মধ্য দিয়ে যেমন ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভের কথা এসেছে, 'আরাফাতে'র কথা উল্লেখের মাধ্যমে তেমনি ইসলামি সংস্কৃতি উঠে এসেছে। তিনি আরো বলেন, 'নজরুল অসাম্প্রদায়িক যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সাম্যের কবি। বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তিনি হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন। কবিতায় অসাম্য প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে দেয়াল ভাঙবেন এবং হানাহানি ভুলবেন। কবির ভাষায়-

মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি
ভাঙব দেয়াল, ভুলব হানাহানি

নজরুলের কবিতায় ইসলামি সংস্কৃতির পাশাপাশি ভারতীয় পুরাণের ঘটনা সমানভাবে স্থান পেয়েছে। এ সম্পর্কে নজরুলের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন-

দীন-দরিদ্র রইবে না কেউ সমান হবে সর্বজন,
বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য-প্রেমের বৃন্দাবন।

নজরুলের সাহিত্য আলোচনায় তিনি ভাষা ব্যবহারে নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতার দিকটি তাঁর বক্তব্যে তুলে এনেছেন। এ সম্পর্কে উদাহরণ হিসেবে তিনি "আলগা কর গো খোঁপার বেণী" গানটির প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করেছেন

আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন
দিল ওহি মেরা ফঁস্ গয়ি
বিনোদ বেণীর জরীন ফিতায়
আন্ধা ইশক্ মেরা কস্ গয়ি।

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির পরে আর কোনো বাংলা শব্দ নেই। অর্থাৎ ভাব প্রকাশে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁর কাছে শব্দের মূল্য ছিলো কেবল শব্দ হিসেবে তা সে যে ভাষার শব্দই হোক না কেন! নজরুলের শব্দ ব্যবহারের এই বৈচিত্র্যময়তাকে সভাপতি তাঁর বক্তব্যে "ঝাল-মুড়ি"র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাংলা ভাষার মধুরতা যেমন অতুলনীয়, তেমনি এই ভাষায় যে ঝাঁঝের প্রকাশ সম্ভব নজরুল সেটি তাঁর সাহিত্যে শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। এই ঝাঁঝের প্রকাশ প্রেমের কবিতা এবং গানে যেমন ঘটেছে, তেমনি তার প্রকাশ ঘটেছে হৃদয়ে রক্তক্ষরণমূলক "মোহররম"-এর মতো কবিতাতেও।

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া,-
'আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া!'

কবিতার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে কোনো বাংলা শব্দ নেই। কিন্তু ভাব প্রকাশে কোন অসুবিধা হয়নি, বরং আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে বক্তব্যের দৃঢ়তা বেড়েছে।

সভাপতি মহোদয় কবি নজরুলের বৈচিত্র্যময় শব্দ ব্যবহারের আলোচনার পাশাপাশি নজরুলের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দালংকার ও অর্থালংকার নিয়েও আলোচনা করেন। শব্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারে নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষায় যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিলেন তার উদাহরণে বক্তা নজরুলের কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলেন-

শোন্ দামাম কামান তামান সামান
নির্ঘোষি' কার নাম
পড় 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম!

নজরুলের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের প্রক্ষেপণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সভাপতি উদাহরণ হিসেবে বলেন-

রঙিন রাখি, শিরীন শারাব, মুরলী, রবাব, বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখি, সোনালী রূপালী দিন।
লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল, নার্গিস-ফুলি আঁখ,
ইস্পাহানির হেনা-মাখা হাত, পাতলি পাতলি কাঁখ!
নৈশাপুরের গুলবদনির চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরীন শিরীন বোল।
সুরমা-কাজল স্তাম্বুলি চোখ, বসরা গুলের লালি,
নব বোগাদাদি আলিফ-লায়লা, শাজাদি জুলফ-ওয়ালি।

তিনি উল্লেখ করেন, 'কাজী নজরুল ইসলাম যতটা 'অসাম্প্রদায়িক কবি' ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন 'অসাম্প্রদায়িক মানুষ'।

নজরুলের কবিতা ও গানে শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি বাংলা ভাষায় একটি ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন, তিনি এই ভাষায় এনে দিয়েছিলেন বসন্ত। নজরুল বাংলা ভাষার ঘুম ভাঙানোর জন্য যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেন, সভাপতি মহোদয় তাকে 'চমক' বলে অভিহিত করেন। বাংলা ভাষায় এই চমক আনার আরো যে সমস্ত ক্ষেত্র নজরুলের কবিতায় রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ মহোদয়ের প্রতি এই ধরনের কর্মশালা এবং সেমিনারের আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ এবং ভবিষ্যতে এধরনের কার্যক্রমের পরিসর বাড়ানোর আহ্বান জানান। কাজী নজরুল ইসলামের মানবিকতা, সাম্যবাদিতা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সব ধরনের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠের উদাহরণ হিসেবে সভাপতি মহোদয় নিম্নোক্ত কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

আজ হৃদয়ের জং-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,
রং-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও!
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক্ এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝ'রে।

"নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য" শীর্ষক কর্মশালাটির আয়োজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয় এবং কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক যৌথভাবে নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। কারণ সম্মিলিত কর্মসূচি গ্রহণ বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি। তাই এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের জন্য একটি নতুন দিক। মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের যৌথ উদ্যোগমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন অব্যাহত থাকবে। এছাড়া তিনি এই ধরনের যে সমস্ত কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন সেগুলো বাস্তবায়নে সকলের প্রতি সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানান। কর্মশালাটি সফল করতে দিনব্যাপী আলোচনায় অংশগ্রহণ করায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্মশালার সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের উপপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন মোছাব্বির। র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন প্রকাশনা (অভিধান ও অনুবাদ) শাখার সহকারী পরিচালক জনাব ড. নাজনিন নাহার এবং অর্থ ও সেমিনার শাখার সহকারী পরিচালক জনাব সংগীতা রুদ্র।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি সফল ও সার্থকভাবে সমাপ্ত করতে সার্বিক সহযোগিতা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মশালা ২০২২

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন
বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের
সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন
কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক
জনাব মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
Website: www.imli.gov.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com